OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 450 - 457
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 450 - 457
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রণজিৎ দাশের কাব্যে চিত্রকলার অনুষঙ্গ ও রঙের প্রতীকী তাৎপর্য : একটি মূল্যায়ন

চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ভাষা ভবন, বিশ্বভারতী
Email ID: chatchand24@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
প্রতীকবাদ, কাব্যে রঙের ব্যঞ্জনা, রণজিৎ দাশের কবিতায় চিত্রী ও চিত্রকলা প্রসঙ্গ, তাঁর কবিতায় রঙের ব্যবহার, বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

Abstract
While Ranajit Das's journey began in the 1970s, the true blooming of Ranajit Das occurred in the heart of the 21st century. Through masterpieces like 'Somudrer Songlap' and 'Asamapto Alingon', Das has carved a niche alongside titans like Shankha Ghosh and Joy Goswami. This study explores the 'canvas' of his stanzas— specifically, his visceral use of color and the fine arts.

Unlike the romanticized palettes of Jibanananda Das, Ranajit's colors are stained with the grit of the modern age. Here, the 'red and blue lights of a mobile phone' aren't mere decorations; they are 'Satan's searchlights'. From the erotic stones of Khajuraho to the surrealist shadows of Dali and Picasso, his poetry isn't just written— it is painted with a stark, uncompromising realism.the 20th century was a sketch, Ranajit Das is the high-contrast photograph that followed. A recipient of the prestigious Rabindra Puruskar, Das doesn't just use words; he uses a palette.

This analysis dives deep into his visual vocabulary. Where previous icons used 'blue' to evoke the infinite, Das uses it to illuminate the harsh edges of the 21st century— capturing everything from the 'faded hides of buffaloes' to the 'neon glow of a digital alien'. His work is a crossroads where literature meets the gallery, dragging the ghosts of Picasso and the sculptures of Khajuraho into the unforgiving light of the present day. To understand modern Bengali poetry, one must first learn to see through his eyes.Emerging as a definitive voice of the new millennium, Ranajit Das represents a significant departure from the lyrical traditions of his predecessors. While poets from Jibanananda Das to Sunil Gangopadhyay utilized color as a symbolic anchor, Das recontextualizes the 'elemental palette' within the brutalist reality of the contemporary world.

This paper interrogates the intersection of visual arts and prosody in his work. By analyzing his frequent evocations of Dali, Picasso, and the aesthetics of Khajuraho, we find a poetic form that functions as a 'sketch of the twilight woman'. In Das's world, color is no longer an ornament— it is a

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 450 - 457
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

tool for dissecting the complexities of 21st-century existence. Thats why his poem strongly impactful to society and literature as well.

Discussion

১৮৭১ সালের ১৫ মে, বন্ধু পোল দমিনিকে একটি চিঠিতে র‍্যাঁবো লিখছেন, -

> "আমি জোর দিয়ে বলি দ্রষ্টা হতে হবে— মানে নিজেকে অবলোকনবিদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ... একজন কবি নিজেকে দ্রষ্টা বানিয়ে তোলেন দীর্ঘ, সীমাহীন এবং ধারাবাহিকভাবে সর্ব ইন্দ্রিয়ের বিপর্যয় সাধনের মাধ্যমে।"[১]

বিখ্যাত কবি তথা দার্শনিক র‍্যাঁবোর কথাগুলো কার্যতই সত্য। তা তিনি নিজে অনুভব করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। সেই কারণেই তিনি তাঁর অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটাতে গিয়ে প্রতিটি স্বরবর্ণেও রং খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি। যেমন – A = কালো, E = সাদা, I = লাল ইত্যাদি। এইসব রং'কে তিনি প্রতীক হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। আধুনিক কবিতাতে প্রতীকবাদ বা সিম্বলিজম একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিতব্য বিষয়। আর যখন তার মাত্রা হয়ে ওঠে রং—তখন তা স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জাগায় পাঠকমনে। এই প্রসঙ্গেই আরো একটি মন্তব্য স্মর্তব্য—

> "In the poetic experience words take effect through their associated images and through what we are –as rule content to call their meaning."[২]

— উক্তিটি পাশ্চাত্যের নব্য সমালোচক আই.এ.রিচার্ডের। তাঁর গ্রন্থ 'Principle of literary criticism' এর 'The analysis of a poem' প্রবন্ধে কাব্যভাষা ও তার আনুষঙ্গিক চিত্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে আলোচ্য মন্তব্যটি করেন। এখানে তিনি মোট পাঁচটি বিষয়ের কথা বলেন— ১. মুদ্রিত অক্ষর দর্শনে গড়ে ওঠা ভিজুয়াল সেনসেশন। ২. এই সেনসেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইমেজ বা প্রতীকের জন্ম। ৩. আপেক্ষিকভাবে মুক্ত প্রতীক। ৪. বিচিত্র প্রসঙ্গ। ৫. অ্যাটিটিউড বা দৃষ্টিভঙ্গি। এই রীতি মেনেই যে প্রথম থেকে খুব সতর্ক উদ্দেশ্যে কাব্যে প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছিল এমনটা বলা সঠিক হবে না। প্রাথমিকভাবে সহজাত অর্থেই কবিতায় এসেছে প্রাকৃতিক রঙের প্রসঙ্গ। পরবর্তীতে কীভাবে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হল, তার উৎসে মুখ ফেরালে আমরা দেখতে পাই, লন্ডনের সোহো জেলার এক রেস্তোরাঁয় বসে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের প্রতীকী তাৎপর্যে মুগ্ধ হয়ে একদল তরুণ কবি তৈরি করছেন 'ইমেজিস্ট গ্রুপ'। এমি লোয়েল, এজরা পাউন্ড, টি.এস.এলিয়ট প্রমুখ কবিরা কাব্যে এই সার্থক প্রতীক রচনা করতে মগ্ন হন।

বাংলার দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই, উনিশ শতকের শেষপর্বে বাংলা কবিতা ধীরে ধীরে তার ফর্মে যে বদল আনছিল – মহাকাব্য থেকে কবিতা হয়ে ওঠার সেই বিবর্তনক্রমে কবিতায় রং কিংবা চিত্রের বহুল প্রভাব মধুসুদন দত্ত থেকে বিহারীলাল চক্রবর্তী অবধি দেখা গেলেও তা কতখানি সচেতন প্রয়োগ - তা নিয়ে মতান্তরের অবকাশ রয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বিশশতকের কবি-কলমই আমাদের এই প্রয়োগের স্বাদ এনে দেয়। এই সময়পর্ব আদ্যন্ত কাটে এক অশান্ত টালমাটাল পরিস্থিতিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরেকটি মহাযুদ্ধ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন দিনের পাশাপাশি মাঝের সময়পর্বেও রয়েছে একাধিক যুদ্ধের করুণ ইতিহাস। নানকিং থেকে স্পেন কিংবা হিরোশিমা-নাগাসাকি— সকলই তার প্রমাণ। অগাস্ট আন্দোলন থেকে প্রগতি আন্দোলন— সর্বত্রই গণ-অভ্যুত্থাণের ডাক। তারমধ্যেই বাংলার মানুষ দেখল, তেতাল্লিশের মন্বন্তর। কলকাতার ফুটপাতে যা জন্ম দিল জন্তুরূপী একদল অভুক্ত মানুষের দল। তবুও, এসবের মাঝে একদল তরুণের মুখে কাঙ্ক্ষিত স্বদেশের চেতনা, স্বাধীনতার উজ্জ্বল স্বপ্ন, শত হতাশাতেও দানা বাঁধছিল — যা অবশেষে এনে দিয়েছিল নতুন সূর্যের ভোর। সবমিলিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিকভাবে নানা ওঠাপড়া ও ঘটনার ঠাস বুননে গাঁথা বিশশতকের সময়কাল। হাজারো বিরোধ থাকলেও, এই সময়পর্বেই দেখা যায়, বাংলার কবিতাজগতে এক আমূল পরিবর্তন। এর পূর্বের দশকে যার সূচনা হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকার হাত ধরে। তারই যেন পূর্ণ বিকাশ ঘটল এই সময়ে। নন্দন ভাবনায় ঘটল এক বদল। অবশ্যই, এই সময়ে দেশ বিদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদানের সুবিধা বাড়ায়, নানা প্রদর্শনী, নানা চুক্তি ইত্যাদির ফলে সেই পথ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 450 - 457
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রশমিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ ও কবিদের কাছে তাই স্বাভাবিকভাবেই ছবি আর কল্পনার জগতে রইল না। তা হয়ে উঠল কাব্যের বিষয়বস্তু। শুধু বাংলার চিত্রীদের দ্বারাই নন, বরং, বিশ শতকে ঘটা বৈশ্বিক শিল্প আন্দোলনের হোতা'দের দ্বারাও প্রভাবিত হতে থাকলেন এই সময়ের বাংলার কবিদল। যেখানে ই.বি.হ্যাভেলের ভারত আগমন, গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের ইতিহাস, জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি, ভারত শিল্প আন্দোলনের উত্থাণ, সিস্টার নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য শিল্পীদের অবদান, ইণ্ডিয়ান সোশ্যাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এর প্রতিষ্ঠা, বিচিত্রা ভবন, তেলরং থেকে জলরং কিংবা ওয়াশ পদ্ধতির সূচনাপর্ব, বিদেশী চিত্রকর ও চিত্রতাত্ত্বিক টাইক্কন, কাৎসুতা, হিসিদা, ওকাকুরা প্রমুখের ভারতীয় চিত্ররীতির সঙ্গে পরিচিতিলাভ — সকলই সমৃদ্ধ করেছিল বাঙালির কাব্যভাবনায় প্রতীকের ব্যবহারিক দিকটি। কিন্তু, বিশশতকের শেষভাগে নকশাল আন্দোলন থেকে কার্গিল যুদ্ধের পর বিশ্বায়নের নানা পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে যখন আমরা এসে পৌঁছালাম একুশশতকের দোরগোড়ায় তখন কর্মব্যস্ততায় অভ্যস্ত বাঙালি প্রায় বর্জন করতে চাইল ভাবালু কাব্যময়তা। ইঁট-কাঠ-কংক্রিটের দেয়ালে অভ্যস্ত বাঙালি রোজনামচায় খুঁজতে চাইল কাব্যের মুক্তি। একুশ শতকের এই প্রথম পর্বে দাঁড়িয়ে অসংখ্য কবিদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করা কঠিন হলেও কাব্যে চিত্রময়তা ও রঙের প্রতীকের ব্যবহার নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে রণজিৎ দাশের নাম স্মর্তব্য।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশিষ্ট আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন রণজিৎ দাশ। বিশ শতকের সাতের দশকে এই কবি আত্মপ্রকাশ করলেও 'সন্ধ্যার পাগল', 'সমুদ্রের সংলাপ', 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ', 'রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা', 'অসমাপ্ত আলিঙ্গন', 'বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা' ইত্যাদি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি একুশ শতকেরই ফসল। ২০১১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ২০১২ সালে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইটি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করে। একুশ শতকের আঙিনায় শঙ্খ ঘোষ থেকে জয় গোস্বামীর কিংবা জয়দেব বসু থেকে শ্রীজাত প্রমুখ কবিদের মধ্যে রণজিৎ দাশের কলম অন্যতম আলোচ্য। তাঁর কবিতার যে বিষয়টি নিয়ে প্রস্তাবিত সন্দর্ভ পত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে, সেটি হল তাঁর কবিতায় 'চিত্রকলা প্রসঙ্গ ও রঙের ব্যঞ্জনা'। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক বাংলা কবিতায় যে বাঁকবদল দেখা গিয়েছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে থেকে অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন থেকে বিশ শতকের শেষ পর্বে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার - সকলের কবিতাতেই কম-বেশি উঠে এসেছে নানা রং নানা প্রতীকরূপে। শুধুমাত্র চিত্রকল্প নয় বরং চিত্রকলার প্রধান উপাদান হিসেবে রঙের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন - জীবনানন্দ দাশের 'নীলিমা' কবিতায় নীল রঙের ব্যঞ্জনা ইত্যাদি। তেমনই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে রণজিৎ দাশ যখন লিখছেন তাঁর 'এলিয়েন' কবিতায় 'মোবাইল ফোনের লাল-নীল আলো যেন শয়তানের সার্চ লাইট'[৩] কিংবা 'খাটাল' কবিতায় 'রং-ওঠা মোষ'[৪] এর প্রসঙ্গ — তখন তা বিশ শতকের কবিভাবনার সঙ্গে কিছু তফাত রচনা করে। কঠিন কঠোর বাস্তবতাই সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে। এছাড়াও, তাঁর কবিতায় উঠে আসছে বারবার খাজুরাহো প্রসঙ্গ। 'চিত্রকর' কবিতায় 'গোধূলির মতো রমণী'[৫]র স্কেচ অথবা একাধিক কবিতায় পিকাসো কিংবা দালি'র প্রসঙ্গ যখন আসে তখন তাঁর ভাবনার পথরেখা ধরে কবিতাগুলিকে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তাই, একুশ শতকের কবিতার স্বরূপ ও বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে এই বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

এবার সরাসরি আসা যাক রণজিৎ দাশের কবিতায়। মূলত, তিনটি বিষয়ের প্রেক্ষিতে আমরা তাঁর কবিতাকে বোঝার চেষ্টা করব। ১. তাঁর কবিতায় চিত্রকলা প্রসঙ্গ ও চিত্রীদের কথা ২. তাঁর কবিতায় রং ব্যবহারের প্রবণতা। ৩. একুশ শতকে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতাকে প্রতীকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণের সার্থকতা।

প্রথমেই আসা যাক, চিত্রকলা ও চিত্রী প্রসঙ্গে। যদিও, 'আমাদের লাজুক কবিতা' কাব্যগ্রন্থ বিশশতকের শেষভাগের দান; তবু, প্রথমপর্বের কাব্যগ্রন্থ হিসেবে এই কাব্যের কথা স্মরণ করা আবশ্যক। এই কাব্যের নান্দীমুখ ঘটছে যে কবিতা দিয়ে, সেটি হল - 'কবিতা লেখার অজুহাতে'। সেখানে কবি বলছেন, -

> "অজুহাত মিথ্যা প্রমাণিত হলে গরাদের জ্যামিতিবিধূর ছায়া আমার শরীরে পড়ে আমাকে-ও ক্লাসিক দেখাবে; আমি জানি।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 450 - 457
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই অংশ পড়তে গিয়ে পাঠককে খানিক থামতে হয়। পাঠকের মনে পড়তে পারে বিনয় মজুমদারের কবিতায় জ্যামিতিক আঁকিবুঁকির প্রসঙ্গ। মনে পড়তে পারে পাশ্চাত্যের শিল্প আন্দোলনের কথা। মুহূর্তে মনে পড়তে পারে, পাবলো পিকাসোর চিত্র তথা কিউবিজমের অনুষঙ্গ। অর্থাৎ, কোথাও গিয়ে এই 'জ্যামিতিবিধূর' কবি তাঁর পাঠকদের প্রথম থেকেই ধরিয়ে দিতে চান কিছু চেনা সূত্র। আলো-ছায়ার খেলায় মশগুল কবি তাই পরবর্তীতেও তাঁর একাধিক কবিতায় আনেন এই চিত্রকলার কথা। প্রসঙ্গত, এই কাব্যেরই 'খাজুরাহো কবিতায় আমরা দেখি কবি কীভাবে খাজুরাহের পরিণত কারুকাজকে আফ্রিকার কোনো এক কিশোরীর চেহারার সঙ্গে তুলনা করে এক পঙক্তিতে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, -

> "ক্রমশ তাদের চঞ্চল ফ্রকের ছায়া রতি পাথরের চিত্র মিশে যেতে থাকে।"[৭]

পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, শিল্প ও শিল্পী এই দুইকেই যেভাবে গ্রাস করেছে পুঁজিবাদী নগরসভ্যতার মেকি চাল; সেভাবেই কোথাও গিয়ে শিল্পের চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে কামলিপ্সা। খাজুরাহোর পাথুরে মূর্তি হোক, কিংবা ট্যুরিস্টের হাতে নিগ্রহিতা আফ্রিকান কিশোরী— সকলই 'বুদবুদের মতো মিলিয়ে' যায় ধনতন্ত্রের জাঁতাকলে। এবার আসা যাক, একুশ শতকে তাঁর 'ধানক্ষেতে বৃষ্টির কবিতা' কাব্যগ্রন্থের 'ছবি আয়না মুখ' কবিতাটিতে— যেখানে শিল্পী ও মডেল —এই হল তাঁর কবিতার বিবেচ্য উপাদান। কিন্তু, কবিতাটির অভিঘাত এখানেই, মডেল এখানে 'ঘরের বধূ'। কবি এখানে কটাক্ষ করছেন বিগত শতাব্দীর শিল্পীদের। যেখানে এক গৃহবধূর মুখের আদলে বানানো হত বাড়ির দুর্গা-প্রতিমা। মৃৎশিল্পী সেই সুন্দরী বধূটির মুখ আয়নায় দেখে হুবহু গড়ে তুলতেন দূর্গাপ্রতিমা। অথচ, সেই বধূটি কখনোই দেখতে পেতেন না, 'পর-পুরুষ' সেই শিল্পীর মুখ। কবি বলছেন, -

> "কাজটা কঠিন ছিল শিল্পীদের, কিন্তু সেই কাজে ছিল শিল্পের শুদ্ধতা ও সুখ।/ বধূটি কি দেখতে পেত প্রতিমাশিল্পীর মুখ, একই আয়নায়?/ এই প্রশ্নে ঢাক বাজে, ত্রিশূল-বিদ্ধ অসুর গর্জায়...।"[৮]

লিঙ্গবৈষম্যের প্রতি সরাসরি প্রশ্ন তুলছেন কবি এই কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থেরই 'পার্কস্ট্রীটের কবিতা' কবিতায় পাই মূল্যাঁ রুজের প্রসঙ্গ। প্যারিসের সেই বিখ্যাত নাইটক্লাব। যে বাড়িটাকে দেখতে একটা লাল উইন্ড মিলের মতো। পাশাপাশি আমাদের মনে পড়তে পারে, ফরাসি চিত্রকর তুলুস লোত্রেকের বিখ্যাত ছবি 'মূল্যাঁ রুজ'[৯] এর কথা। মনে পড়তে পারে, পীয়ের লা মূরের লেখা ফরাসি চিত্রকর তুলুস লোত্রেকের বিষাদভরা জীবনী নিয়ে উপন্যাস – মূল্যাঁ রুজ। কিন্তু, কবির প্রয়োগে এখানে মূল্যাঁ রুজ কোনো নন্দনভাবনার কেন্দ্রভূমি নয়। বরং, ধনতন্ত্রের গরিমায় উদবুদ্ধ একদল মধ্যমেধার ক্লিশে রাতযাপনের আশ্রয়স্থল। এছাড়া, বারেবারে তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে চিত্রীদের প্রসঙ্গ। যেমন - 'আমাদের লাজুক কবিতা' কাব্যের 'প্রসাধন' কবিতায় লিখছেন—

> "দর্পণ চৌচির হয়ে যায়/ উত্তাল নিতম্বরেখা/ ভেঙে পড়ে পিকাসোর ক্রোধে/ মোমবাতি শূন্যে ঘোরে, দালি-র ভাষায়।"[১০]

কিন্তু, তফাৎ এখানেই, যেখানে বিষ্ণু দে'র কবিতায় আমরা দেখছি 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' কবিতায় বলছেন, -

> "...আর তারপরে আচম্বিতে ক্ষিপ্র টানে টানে-/ পিকাসো স্তম্ভিত হন—/ শতায়ুর কাছাকাছি মোড়ে,/ বালকের দৃষ্টি স্থির, মনেপ্রাণে, যেন গোটা শরীরেই,/ গোর্নিকার পরে,/ চিত্ররূপ ধরে এই মত্ত পৃথিবীর।।"[১১]

সেখানে 'ঈশ্বরের চোখ' কাব্যের 'ক্ষত' কবিতায় কবি কার্যত নাকোচ করছেন এই শিল্পীসত্তাকে। বলছেন, -

> "কথাটা এই যে, শিল্পী হবার তাড়নায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সংসার ভেঙে দিয়ে, এবং নিজেদের সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে তার গ্রামের মামাবাড়িতে ফেলে রেখে, প্যারিসে এসে রদ্যাঁর শিষ্য বনে যাওয়ার জন্য রিলকে-র সমস্ত কবিতা আমার কাছে অস্পৃশ্য মনে হয়; অসুস্থ সঙ্গিনী ফ্রাঁসোয়া জিলো-র গালে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার জন্য পিকাসো-র সব ছবি আমি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিতে পারি। জীবনের অপরাধ ঢাকতে শিল্পের সাফাই হয় না।"[১২]

রণজিৎ দাশের ভাবনা এখানেই ব্যতিক্রমী হয়ে দাঁড়ায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 450 - 457
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এবার আসা যাক, তাঁর কবিতায় রঙের ব্যবহার প্রসঙ্গে। একথা সত্য, পুরাতনকে স্বীকার না করে নতুনের গান গাওয়া অসম্ভব। তাই, প্রথমেই স্মরণ করতে হয়ে বিশশতকে কবির লেখা 'আমাদের লাজুক কবিতা' কাব্যের 'রঙবুদ্বুদ' কবিতাটি। যেখানে কবি বলছেন, -

> "তুমি এতো আর্তিকে অবহেলা করে গোপনে কেবল পালিয়ে গিয়েছ দূরে/ যেখানে অজ্ঞ বালক ওড়ায় রঙবুদ্বুদ, ভাবে—/ পৃথিবীতে শুধু বুদ্বুদ-ই জানে বিচ্ছুরণের মায়া।"[১৩]

একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে, কবি এখানে রং-কে কেবল প্যালেট-ক্যানভাসে আবদ্ধ করে রাখেননি। বরং, কোথাও গিয়ে আমাদের মনের রং মিশে গেছে কবিতার পঙক্তিতে। যেখানে কল্পনাই প্রধান। এভাবেই তাঁর একাধিক কাব্য যেমন - 'সময়, সবুজ ডাইনি'[১৪] কাব্যের নাম কবিতায় সবুজ রঙের ব্যবহার; 'বন্দরের কথ্যভাষা' কাব্যের 'নাচ' কবিতায় 'বহুশতাব্দীর রঙিন উৎকণ্ঠা,'[১৫] কিংবা, 'ঈশ্বরের চোখ' কাব্যের 'একটি দুঃস্বপ্ন' কবিতায় 'অতিকায় ফ্লুরোসেন্ট অক্ষরে লেখা: 'শূন্যতা গোলাপের অভিভাবক নয়, মনে রেখো'[১৬] -র মতো পঙক্তি বারবার পাঠককে জানান দেয় কবিতায় রং নিয়ে তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার। একুশশতকের কবিতায় যখন তিনি রঙের প্রসঙ্গ টানলেন তাঁর কবিতায়, তখন সেটি আরো অব্যর্থভাবে ধরা দিল পাঠকসমক্ষে। রণজিৎ দাশের কবিতায় যৌনতার অনুষঙ্গ বারেবারেই খুব স্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছে। সেই অকপট ভাবনা অনেকক্ষেত্রেই রঙের প্রতীক হয়ে ধরা পড়েছে। বিশেষত 'নীল রং' যেন বারবার সেই আভাসই বয়ে এনেছে। যেমন, 'সন্ধ্যার পাগল' কাব্যগ্রন্থের 'ইচ্ছা' কবিতায়—

> "প্রতিদিন একটি নীল প্রেমচিঠি পাঠাবো তোমাকে/ (অশ্বগন্ধা-টন্ধা নয়, প্রেমচিঠি যৌবনবর্ধক)।"[১৭]

বলাবাহুল্য, নীল রং এখানে কার্যতই যৌনইচ্ছার অদম্য প্রকাশ। এই কাব্যের 'সামুদ্রিক পরামর্শ' কবিতাতেও 'নীল বেডরুম'[১৮] এর উল্লেখও নীল রং-কে একই প্রতীকে উপস্থাপন করে। 'ধানক্ষেতে বৃষ্টির কবিতা' কাব্যের 'সংসার সুখের হয়' কবিতায় 'পুরুষ গোঙায় রাত্রিনীল বেডরুমে'[১৯] ইত্যাদি; আবার, 'সমুদ্র সংলাপ' কাব্যের 'তেতো চাঁদ' কবিতায় 'নীল সিনেমার দৃশ্য'[২০]-ও একই ইঙ্গিত বহন করে। কিংবা, 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ' কাব্যের 'ডিপ্রেশন কবিতায় 'যৌনতার সুনীল জলপথ'[২১] তেমনই উদাহরণ। এছাড়া, 'অসমাপ্ত আলিঙ্গন' কাব্যের 'বার্বি ডল' কবিতায় কবির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, -

> "যা কিছু প্রতীকী, তারই চক্ষু নীল, অগ্নিময় চুল/ আঁটো ফ্রকে ডাঁটো দেহ' শঙ্খিনী, দীঘল পা, বার্বি পুতুল।"[২২]

ফিরে যাই 'সন্ধ্যার পাগল' কাব্যে। এই কাব্যেরই 'একটি ব্যক্তিগত কবিতা'য় কবি লিখছেন, -

> "পুরোনো অফিসঘরে কোনো রমণীর চোখে এতটা প্যাশন/ জীবনে দেখিনি, আমি ভয় পেয়ে, ক্যামাক স্ট্রীটের শাদা ও সাহেবি রৌদ্র, অগ্নিনির্বাপক ফ্যানা ভেবে,/ তোমার আমার মধ্যে, জানলা খুলে, ছড়িয়ে ছিলাম। (এর প্রতিশোধ নিতে, কোনারক থেকে ট্রাঙ্ক কল/ করেছিলে একদিন, বলেছিলে, 'গলা শুনে/ চিনতে পারো না, তুমি কেমন পুরুষ? —সে এক আগুন, আমি আজও তারই আত্মদগ্ধ তুষ!"[২৩]

এখানে পরপর দুটি অনুষঙ্গ পাই। এক, শাদা রং; দুই, কোনারকের কথা। শাদা এখানে শান্তির প্রতীক নয়; বরং চূড়ান্ত যৌনইচ্ছার চরম পরিণতির মাধুর্য বয়ে আনে। আর, এরপরেই কোনারকের প্রসঙ্গ উপস্থাপনে সেখানকার স্থাপত্য কলা'র বিশেষদিকটি পাঠকের অনিবার্যভাবে মনে পড়লে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। এবার আসা যাক, এই কাব্যের 'অলৌকিক চা-পরব'[২৪] কবিতায়। এখানে 'সবুজ' ও 'সাদা' রঙের অদ্ভুত ব্যবহার করছেন কবি। যেখানে চায়ের সবুজ ঘন লিকার আর তার সাদা ধোঁয়া যেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের, প্রেম-অপ্রেমের এক অভিনব টানাপোড়েনকে ব্যক্ত করছে। এবার আসা যাক, লাল রঙের প্রসঙ্গে। 'সমুদ্র সংলাপ' কাব্যের 'ফল'[২৫] কবিতায় লাল রং তীব্র সংরাগের রং হয়ে এসেছে। যেখানে ঋতুমতী নারীদের কামাতুর ইচ্ছা এই রঙের আবেদনে লীন হয়ে গেছে। প্রায় একই ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হতে শুনি 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ' কাব্যের 'কামরূপ এক্সপ্রেস' কবিতায়। যেখানে –

> "লালচে আলোর এক গুমোট স্বপ্নের মধ্যে, কেবলই ঘোষণা শুনি,/ 'শূন্য শূন্য শূন্য আপ কামরূপ এক্সপ্রেস/ ঠিক রাত্রি বারোটায় কাম থেকে রূপ অব্দি যাবে।"[২৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 450 - 457
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যদিও, এখানে যৌন-কাঙ্ক্ষার পাশাপাশি এক হতাশার বাণীও ফুটে ওঠে। ঠিক যেমন এই কাব্যেরই 'পুরাণকথা' কবিতায় 'প্রতিটি সূর্যাস্ত রক্তাভ ও বিষণ্ন'[২৭] —এই পঙক্তিটিতে লাল রং সেই নিরাশাকে অনুরণিত করে। এছাড়াও, তাঁর কবিতায় রহস্যের জাল বোনে বিষাদী বাদামী রং। 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ' কাব্যের 'সাকিন কলকাতা'[২৮] কবিতায় তেমনই উদাহরণ পাই। আবার ওই কাব্যেরই 'চিঠি'[২৯] কবিতায় উজ্জ্বল হলুদের ব্যবহার পাঠকমনে আশার আলো দেখায়। পাশাপাশি তাঁর কবিতায় সাদা ও কালো রঙের ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ন। 'বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা' কাব্যের 'জীবন মানে কী?' কবিতায় 'সাদা-কালো চৌষট্টি ছকের বুকের ভিতরে/ ঈশ্বর এবং শয়তানের দাবা খেলার প্রস্তুতি'[৩০] আমাদের দশটা-পাঁচটার কৃত্রিম যাপনের ব্যর্থতাকেই পরিহাস করে। আর, সাদা কবির কলমে কার্যতই 'মৃত্যুর কঠোর দৃষ্টি'[৩১] ('পাহাড়ি খাদের ধারে'/ 'ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা')। 'বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা' কাব্যের 'পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে' কবিতায় তিনি তাই লেখেন, -

> "সাদা পক্ষীবিষ্ঠা দিয়ে চিত্রিত বেঞ্চিতে/ ভ্রূণের ভঙ্গিতে আমি শুয়ে থাকব, শান্ত ও নিথর,/ কবিসম্মেলনে প্রাপ্ত একটা শাল গায়ের উপর-/ যেন মৃত্যুর স্থাপনশিল্প, অদৃশ্য শিল্পীর হাতে, আমার বিদায়।"[৩২]

এভাবেই তাঁর কবিতায় নানা অনুষঙ্গে রঙের প্রসঙ্গ অত্যন্ত তাৎপর্যবাহীরূপে ধরা দেয়।

এখন এমন মনে করা যেতেই পারে, বিশ শতকের দিকপাল কবিদের কবিতায় যেভাবে উঠে এসেছে রঙের প্রসঙ্গ নানা চিত্ররূপময় ব্যঞ্জনায়; সেখানে দাঁড়িয়ে একুশ শতকের এই কবির কবিতায় রঙের কেঠো ব্যবহার পড়ার কারণ কী? — John Berger তাঁর 'Ways Of Seeing' গ্রন্থে বলছেন, -

> "The way we see thing is affected by what we know or what we believe."[৩৩]

রণজিৎ দাশ তাঁর কবিতায় সেই দেখা আর বিশ্বাসের সেতুটিই গড়তে চেষ্টা করেছেন। মনে রাখতে হবে, একুশ শতক এমন এক সময় যেখানে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আমরা সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছি আপন সত্তা, আপন অস্তিত্বকে। চিঠি থেকে মুঠোফোন, টেলিগ্রাফ থেকে ইন্টারনেট, স্মার্ট থেকে স্মার্টার হওয়ার অবিরাম ইঁদুর দৌড়ে আমাদের অবকাশ ক্রমশই ফুরিয়ে গিয়েছে। বিশ্বায়ন পরবর্তী তৃতীয় বিশ্বের দেশে আমরা কার্যত রিক্ত। সেইখানে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দের নীল রঙের মেদুরতা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো লাল রং'কে রাজনীতিতে আবদ্ধ করে রাখার নিরন্তর প্রয়াস কিংবা বিষ্ণু দে'র মতো পাশাচত্যের শিল্পীদের শিল্পকর্মের মৌতাতে মেতে থাকার সময় এখন নয়। আস্ত মহামারী পেরোনো পাঠকের কাছে কবি রণজিৎ দাশের এই অকপট নিরলস অভিব্যক্তি তাই অচিরেই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। একুশ শতকে রচিত কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্র সংলাপ'-এর একটি কবিতা 'রূপসী বাংলা'য় কবির লেখণীই জানিয়ে দেয় একুশ শতকের সময়ের দাবি তাঁর কাছে কতখানি গুরুত্ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়। তাই জীবননান্দ দাশের উত্তরসাধক এই কবি লেখেন, 'বিপন্ন বিস্ময় থেকে ফিরে আসি বিশুদ্ধ বিস্ময়ে...।"[৩৪] এখানেই একুশ শতকের কবির নির্মাণ কালের কষ্টিপাথরে অমলিন হয়ে রয়ে যায়।

Reference:

১. Stormberg Roland N., 'Realism, Naturalism, and Symbolism : Modes of Thought and Expression in Europe', 1848-1914,
কুণ্ডু সুরশ্রী, 'সিম্বলিজম বা প্রতীকবাদ', সেন নবেন্দু (সম্পা.), 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', দে'জ পাবলিশিং প্রাঃলিঃ, কলকাতা, ২০০৯ খৃ., পৃ. ৩০১
২. Richard I. A, 'Principle Of Literary Critisism', Routledge, London, 1924. p. 255
৩. দাশ, রণজিৎ, 'রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ২০২০ খৃ., পৃ. ১৪৫
৪. তদেব, পৃ. ৩৭
৫. তদেব, পৃ. ৭৯
৬. দাশ, রণজিৎ, 'কবিতাসমগ্র', কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫ খৃ., পৃ. ২
৭. দাশ, রণজিৎ, 'রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ২০২০ খৃ., পৃ. ২৪
৮. তদেব, পৃ. ১২৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 450 - 457
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৯. তদেব, পৃ. ১২৬
১০. দাশ, রণজিৎ, 'কবিতাসমগ্র', কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫ খৃ., পৃ. ৩৫
১১. দে, বিষ্ণু, 'বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৪ খৃ., পৃ. ৯০৮
১২. দাশ, রণজিৎ, 'রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ২০২০ খৃ., পৃ. ৬৭
১৩. তদেব, পৃ. ২৩
১৪. তদেব, পৃ. ৪১
১৫. তদেব, পৃ. ৫৭
১৬. তদেব, পৃ. ৬৬
১৭. তদেব, পৃ. ৮০
১৮. তদেব, পৃ. ৯১
১৯. তদেব, পৃ. ১২৫
২০. তদেব, পৃ. ১০০
২১. তদেব, পৃ. ১০৪
২২. তদেব, পৃ. ১৩১
২৩. তদেব, পৃ. ৮৫
২৪. তদেব, পৃ. ৯২
২৫. তদেব, পৃ. ১০২
২৬. তদেব, পৃ. ১১৩
২৭. তদেব, পৃ. ১১৫
২৮. তদেব, পৃ. ১১৪
২৯. তদেব, পৃ. ১১৬
৩০. তদেব, পৃ. ১৪৭
৩১. তদেব, পৃ. ১২৮
৩২. তদেব, পৃ. ১৬০
৩৩. Berger, john, 'Ways Of Seeing', US, British Broadcasting Corporation and Penguin Books, 1977. P. 03
৩৪. দাশ, রণজিৎ, 'রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ২০২০ খৃ., পৃ. ৯৬

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

দাশ রণজিৎ, 'রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ২০২০
দাশ রণজিৎ, 'কবিতাসমগ্র', কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫
দাশ জীবনানন্দ, 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ২০১২
দে বিষ্ণু, 'বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৪

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

Berger john, 'Ways Of Seeing', US, British Broadcasting Corporation and Penguin Books, 1977

বৈদ্যুতিন সূত্রাবলী :

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 450 - 457
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

https://magazine.anupranon.com
https://www.poetryinternational.com/en/poets-poems/poets/poet/102-30259_Das
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/safedblog/28826960